দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ...

095

প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা

প্রাইভেট পড়া কথাটির সাথে আমরা সবাই কমবেশী পরিচিত। আজকাল ছাত্রদের প্রাইভেট পড়া একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাইভেট না পড়লে ছাত্ররা পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না, করলেও ভাল নম্বর পাবে না— এটাই তাদের বদ্ধমূল ধারণা। অথচ তাদের জানা আছে— এমন ছাত্রের অভাব নেই যারা প্রাইভেট না পড়ে ভাল রেজাল্ট করেছে। অনেক গরীব মেধাবী ছাত্র পয়সার অভাবে প্রাইভেট পড়তে পারে না। তারাও ভাল রেজাল্ট করছে— এমন দৃষ্টান্তও কম নয়। তারপরও ছাত্ররা দিন দিন প্রাইভেট পড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

প্রাইভেট পড়ার ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষক রীতিমত ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন। তারা শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে টাকা উপার্জনকেই মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেভাবে পারছেন, প্রাইভেটের নামে অর্থোপার্জন করছেন। এমন শিক্ষক বিরল নন যারা শিক্ষকতা করে কিছু ছাত্র জোগাড় করে শুরু করেছেন প্রাইভেট পড়ানো। তারপর যখন ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গেল তখন শিক্ষকতা নামের ঐ অল্প বেতনের পেশা থেকে দূরে সরে দাঁড়ালেন। আসলে আমরা যখন শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে অর্থ উপার্জনকেই ব্রত হিসেবে ধরে নেই। তখন এটাকে ব্যবসা বলা ছাড়া আর কি বলা যায়?

ছাত্ররা প্রাইভেট পড়ে কতগুলো কারণে। যেমন তাদের ধারণা ক্লাসে কোন পড়ালেখা হয় না। প্রাইভেট পড়লে পাস নামের ঐ সোনার হরিণটি আপনা-আপনিই ধরা দেবে। আবার নিজ স্কুলের বা কলেজের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা ছাত্রদের মাঝে অধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। যার যার বিষয় তার কাছে পড়লে পরীক্ষায় শিক্ষক ভাল নম্বর দেবেন। এ আশায় অনেক ছাত্রই নিজ স্কুলের শিক্ষকদের কাছে পড়ে। অবশ্য এতে শুধু ছাত্রদের দোষারোপ করা যায় না। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাও কম নয়। তারা প্রাইভেট পড়া ছাত্রকে কিছু বেশী নম্বর দিয়ে থাকেন। প্রাইভেট পড়া ছাত্রটি যাতে প্রমোশন পেতে পারে, মেধা তালিকায় আসতে পারে, সেজন্য এই ব্যবস্থা।

এতে ছাত্র খুশি হয়ে বেশি দিন প্রাইভেট পড়বে আর শিক্ষকের কৃতিত্বও অনেকখানি বেড়ে যাবে। অনেক মেধাবী ছাত্রও বাধ্য হয়ে প্রাইভেট পড়ে। এসব কারণেই ছাত্ররা আজ প্রাইভেটের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এটা দেশের জন্য কখনোই ভাল ফল বয়ে আনতে পারে না।

প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন যে একেবারে নেই তা নয়। ছাত্রদের প্রাইভেট পড়ার আগ্রহ কমিয়ে আনতে হবে। এ জন্যে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাইকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের একান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা কমে আসবে নিঃসন্দেহে।

—কামরান আহমেদ